রাজা হরিশ চন্দ্রের প্রাসাদ

পরিচিতি নং : ঢাবি ৩৩

অবস্থান :

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার সাভার বাজার সংলগ্ন বাস স্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক ৪০০ মিটার পূর্বে মজিদপুর গ্রামে রাজা হরিশ চন্দ্রের প্রাসাদ অবস্থিত।

রাজা হরিশ চন্দ্রের প্রাসাদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

হরিশ চন্দ্রের প্রাসাদকে হরিশচন্দ্র রাজার ঢিবিও বলা হয়ে থাকে। সাভারের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত বংশী নদীর পূর্বতীরে এটি অবস্থিত। এ স্থান থেকে প্রায় ৫০০ মিটার পূর্বে রাজাসন নামক প্রাচীন স্থানটি অবস্থিত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজাসন থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু প্রত্নবস্তু ও গুপ্ত অনুকৃতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনার ফলে হরিশচন্দ্র রাজার ঢিবিতে একটি মাঝারি আকারের নিবেদন স্তুপ এবং এর সংলগ্ন দক্ষিণে একটি বিহারের কাঠামো অনাবৃত হয়েছে। বিহারটির মধ্যে একাধিক পুনর্নির্মাণ এবং একাধিক মেঝের চিহ্ন পাওয়া গেছে। উল্লিখিত স্থাপত্য কীর্তিগুলির সাথে মোট চারটি স্তর জড়িয়ে আছে। সবচেয়ে উপরের স্তরে একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে। হরিকেল শ্রেণীর মুদ্রার শৈলীমন্ডিত এই মুদ্রাগুলি খ্রিস্টীয় সাত আট শতকের নিদর্শন বলে অনুমিত হয়েছে। এছাড়া এ বিহারের বর্জ্য ও জঞ্জাল থেকে কয়েকটি ব্রোঞ্জ নির্মিত ধ্যানী বুদ্ধ ও গোটা কয়েক তান্ত্রিক মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি খ্রিস্টীয় আট নয় শতকের শিল্প শৈলী বহন করছে। এর ফলে এ বিহারের সময় কালকে আনুমানিক খ্রিস্টীয় সাত-দশ শতকে ন্যস্ত করা যায়।

কোড নং:ঢাবি ০২, অজানা সমাধি, মোহাম্মদপুর

অবস্থান

মোহাম্মদপুর বাস ষ্ট্যান্ড থেকে ৪০০ মিটার উত্তরে এবং সাত মসজিদ থেকে ২০০ মিটার পূর্বে অজানা সমাধি অবস্থিত।

অজানা সমাধি

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

সাত মসজিদের পূর্ব দিকে বাগান পেরিয়ে পাকা সড়কের উত্তর পূর্বে উঁচু মঞ্চের উপর সমাধিটির অবস্থান। বর্গাকার ইট সুরকির ইমারতটির ছাদ ভল্ট করা একটি গম্বুজে আবৃত। প্রধান প্রবেশ পথ দক্ষিণ দিকে। আদিতে এ সমাধি সৌধে মিনা করা টালি নকশা ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এর স্থাপত্যিক গঠন শৈলীতে মোগল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইতিহাসবিদদের অভিমত অনুযায়ী সমাধিটি নবাব শায়েস্তা খানের কন্যার। এর নির্মাণকাল সাত মসজিদের সমসাময়িক সপ্তদশ শতকের বলে ধারণা করা হয়।

কোড নং: ঢাবি ০৮-১২, নওয়াব নসরত জং, নবাব সামুসদ্দৌলা,

নবাব কামুরদৌল্লা,নবাব গিয়াস উদ্দীন হায়দার এর সমাধি

অবস্থান

লালবাগ দুর্গ থেকে ১৬০০ মিটার উত্তর-পূর্ব কোণে এবং চাঙ্খার পুল থেকে ৪০০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে হোসেনী দালানের পূর্ব পাশে ৫.৪০ ১৭.৯০ মিটার গ্রীলের বেষ্টনীর ভেতরে আটটি কবরের চারটি উল্লেখিত চার নবাবের সমাধি (পাকা)।

সমাধির সাধারন দৃশ্য

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

(ক) নওয়াব নুসরাত জং (১৭৮৫-১৮২২) ০ঃ তিনি ৩৭ বছর ঢাকার নায়েবে নাজিম ছিলেন । তাঁর অমর কীর্তি "তরিখ-ই-নুসরাত জং"। পুরো নাম ইন্তেজামউদ্দোলা নাসিরুল মুলক নওয়াব সৈয়দ আলী খান বাহাদুর নুসরাত জং।

(খ) নওয়াব সামুমদ্দৌলা (মৃত্যু ১৮৩১) ০ঃ নুসরাত জং এর ছোট ভাই এবং তিনিও ঢাকার নায়েবে নাজিম ছিলেন। পুরো নাম নবাব শামসউদ্দৌলা সাইয়েদ আহম্মদ আলী খান বাহাদুর জুলফিককার জং।

(গ) নওয়াব কামুরদৌল্লা (মৃত্যু ১৮৩৪) ০ঃ পুরো নাম কামুরদৌল্লা শামসউল মূলক সৈয়দ জালাল উদ্দিন খান বাহাদুর মনসুর জং। নওয়াব পরিবারের প্রধান ছিলেন।

(ঘ) নওয়াব গিয়াস উদ্দিন হায়দার (মৃত্যু ১৮৪৩) ০ঃ পুরো নাম নাসিরউদ্দৌলা কমর-উল-মূলক নওয়াব সৈয়দ গাজী উদ্দিন খান বাহাদুর ফিরোজ জং। তিনি ছিলেন ঢাকার শেষ নায়েব নাজিম।

কোড নং:ঢাবি ৩২, বেরাইদ ভুঁইয়া পাড়া জামে মসজিদ (পুরাতন অংশ)

অবস্থান

জেলা সদর থেকে ২০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব কোণে এবং এ.কে.এম রহমতুল্লাহ স্কুল এন্ড কলেজের ১ কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত।

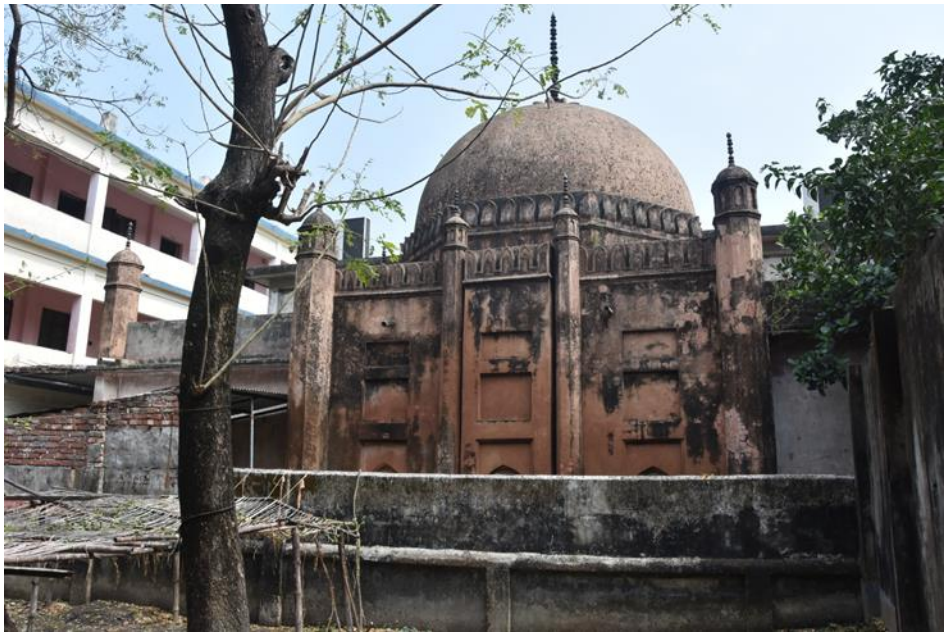

বেরাইদ ভুঁইয়া পাড়া জামে মসজিদ (পুরাতন অংশ)

বেরাইদ ভুঁইয়া পাড়া জামে মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

বেরাইদ ভূঁইয়া পাড়ায় অবস্থিত মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। এর চার কোণে চারটি বড় আট কোণাকার মিনার। মাঝখানে আরও দু'টি করে ছোট মিনার। দেয়ালে বর্গাকার ও আয়াতকার প্যানেল। প্যারাপেটে মারলন অলংকারিক। গোলাকার গম্বুজটির নিচের অংশ আট কোণাকার ড্রামের উপর স্থাপিত। এখানে একসারি মারলন নকশা, চূড়ায় ফিনিয়েল। ফিনিয়েলের তলদেশে প্রস্ফুটিত ফুলের পাপড়ি। ভেতরে গম্বুজের নিচে ফ্লেস্কো ও স্কুইঞ্চে প্যানেল অলংকরণ। পশ্চিম দেয়ালে একটি খিলানাকৃতির মিহরাব রয়েছে। নির্মাণ উপাদান ইট, চুন ও সুরকি ব্যবহৃত হয়েছে। নির্মাণ কৌশল থেকে অনুমিত হয় এটি মোগলযুগীয়। মসজিদের বাইরের ফলকে এর সময়কাল ১৫০৫ খ্রিঃ লেখা রয়েছে।

কোড নং:ঢাবি ১৩, ছোট কাটরা, চকবাজার, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে দুই কিলোমিটার পশ্চিমে, বড় কাটরা থেকে দুইশত মিটার পূর্বে এবং চকবাজার থেকে একশত মিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

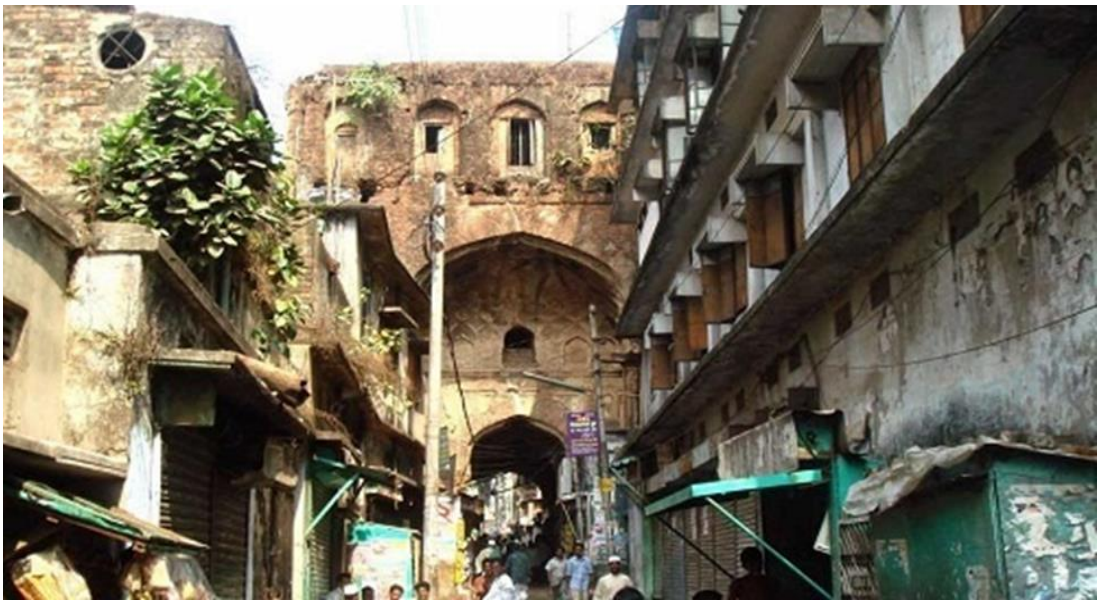

ছোট কাটরার সাধারন দৃশ্য

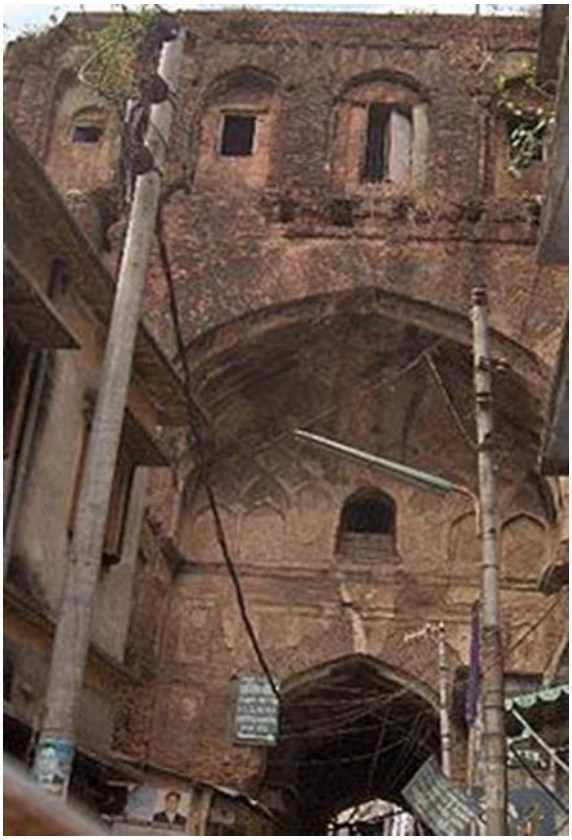

ছোট কাটরার সাধারন দৃশ্য

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

বড় কাটরা থেকে প্রায় দু'শ মিটার পূর্বে ছোটকাটরা অবস্থিত। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় বড় কাটরার সাথে একই সময়ে এটি নির্মিত। এর স্থাপত্যিক গঠনশৈলী বড় কাটরার অনুরূপ তবে আকারে ছোট। এ ইমারতে দু'টি তোরণ আছে। দক্ষিণের তোরণটি ত্রিতল, উত্তরের তোরণটি দ্বিতল। দক্ষিণ বাহুর পূর্বে এবং পশ্চিমে আটকোণাকার দু'টি টাওয়ার দৃশ্যমান। এ ভবনে অসংখ্য ছোট-বড় কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলোর পরিমাপ ৩.৫ ৩.৩৫ মিটার। কাটরার উত্তর-পূর্ব কোণে মেঝের নিচে একটি ভেতর কক্ষ আছে। ১৬৬৩ খ্রি: নবাব শায়েস্তা খানের আমলে ছোট কাটরা নির্মাণ করা হয়। ধারণা করা হয় এটি নওয়াবের কর্মচারীদের এবং শায়েস্তা খানের বর্ধিত পরিবার বর্গের বসবাসের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় ।

কোড নং:ঢাবি ১৪, বড় কাটরা, চক বাজার, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে দুই কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনশত মিটার দক্ষিণে এবং ছোট কাটরা থেকে দুইশত মিটার পশ্চিমে অবস্থিত।

বড় কাটরার সাধারন দৃশ্য

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

চক বাজারের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার তীরে মোঘল স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন বড় কাটরার অবস্থান। ইমারতটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। ১৬৪৪ খ্রিঃ শাহ সুজার বাসস্থান হিসেবে আবুল কাশেম এই কাটরা নির্মাণ করেন। এতে রাজকীয় মুঘল স্থাপত্য শৈলীর সকল বৈশিষ্ট্যের ধারা লক্ষ্য করা যায়। লেখক সৈয়দ তৈফুরের রচনা পঠনে জানা যায়, উত্তর তোরণে একটি শিলালিপি উৎকীর্ণ ছিল, যার পাঠোদ্ধারের ফলে জানা যায় বড় কাটরার যাবতীয় পরিচালনার ব্যয়ভার নির্বাহ ও গরীব দুঃখীদের সাহায্যের জন্য আবুল কাশেম ২২টি দোকান ঘর নির্মাণ করে ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে ছিলেন। ইমারতটির বিভিন্ন অংশ বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কোড নং:ঢাবি ১৫, বিবি চম্পা সমাধি, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে ০২ কিলোমিটার পশ্চিমে, চক বাজার শাহী মসজিদ থেকে ১০০ মিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং ছোট কাটরা থেকে ৫০ মিটার উত্তরে অবস্থিত।

বিবি চম্পা সমাধির সাধারন দৃশ্য

বিবি চম্পা সমাধির সাধারন দৃশ্য

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

ছোট কাটরার উত্তর ফটক ধরে সোজা যে রাস্তা এর মাঝামাঝি অংশের পূর্ব দিকে সমাধির অবস্থান। এটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত যার উচ্চতা ২৪ ফুট। ইট, চুন ও সুরকির আদি নির্মিত চার পাশের দেয়ালের মাঝের স্থানে পশ্চিমে আছে একটি প্রবেশ পথ। দুই পাশে সরু মিনার উপরে আটকোণাকার ড্রামের উপর একটিমাত্র গম্বুজ। শায়েস্তা খানের এক পতŔী বা উপ-পতŔীর সমাধির উপর এ সমাধি সৌধটি নির্মিত। বর্তমানে এর চারপাশে অসংখ্য দোকান পাট রয়েছে।

কোড নং:ঢাবি ৩১, ধানমন্ডি পুরাতন ঈদগাহ, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে ৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে , সাতমসজিদ থেকে ১ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং ঝিগাতলা বাস ষ্ট্যান্ড থেকে ৮০০ মিটার উত্তরে দিকে অবস্থিত।

ঈদগাহ -এর সাধারন দৃশ্য

ঈদগাহ -এর সাধারন দৃশ্য

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

সাত মসজিদ সড়কের পূর্ব পাশে প্রাচীন স্থাপনাটির অবস্থান। পাশের সমতল ভূমি থেকে এর উচ্চতা ১.২ মিঃ। চার বাহু উঁচু প্রাচীর ঘেরা প্রত্যেক কোণে একটি করে সরু বুরুজ এবং প্রাচীরগুলোতে কিছু দূর পর পর সারিবদ্ধভাবে খিলান দরজা বিদ্যমান। পশ্চিম দেয়ালের মাঝামাঝি অংশে একটি মিহরাব রয়েছে। মিহরাবের দু'পাশে খাঁজকাটা ধনুকাকৃতির প্যানেল, এর উভয় দিকে তিনটি করে ছোট অগভীর মিহরাব। এক সময় কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে শিলালিপি ছিল যার বিবরণী অনুযায়ী সুবেদার শাহ সুজার দেওয়ান মীর আবুল কাশেম ঈদগাহ'র নির্মাতা। এই প্রাচীন ঈদগাহটিতে এখনও ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

কোড নং:ঢাবি ১৯, হাজী খাজা শাহবাজ মসজিদ, রমনা, ঢাকা

অবস্থান

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, ঢাকা তোরণ এবং তিন নেতার মাজারের পূর্ব দিকে এর অবস্থান।

হাজী খাজা শাহবাজ মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তিন নেতার মাজারের পূর্বে এর অবস্থান। প্রাচীর বেষ্টিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি পাশের সমতল ভূমি থেকে ২ মিটার উঁচু একটি চত্বরের উপর অবস্থিত। এটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা, মসজিদের চারকোণে চারটি আটকোণাকার মিনার। বাইরের দেয়ালে অলংকরণ আছে। মসজিদের মেঝের কিছু অংশ ও মিনারে কালো পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। ভেতরে তিনটি চমৎকার মিহরাব বিদ্যমান। এটিতে ইট, চুন, সুরকি ও পাথরের ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদের মাঝখানের প্রবেশ পথের উপরে শিলালিপি থেকে জানা যায় ১৬৭৯ খ্রিঃ হাজী খাজা শাহবাজ এর নির্মাতা।

কোড নং:ঢাবি ২০, হাজী খাজা শাহবাজের সমাধি, রমনা, ঢাকা

অবস্থান

তিন নেতার সমাধি থেকে ৭০.৫০ মিটার পূর্বে, মুসা খান মসজিদ থেকে ৫০০ মিটার উত্তরে এবং হাজী খাজা

শাহবাজ মসজিদের ৫০.৫০ মিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত।

হাজী খাজা শাহবাজের সমাধি

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

শাহবাজ মসজিদের পূর্ব দিকে ৫০.৫০ মিটার দূরত্বে বর্গাকৃতি দক্ষিণমুখী মাজারটি এক কক্ষ বিশিষ্ট। ছাদের উপরে একটি গম্বুজ এবং মাজার কক্ষের সামনের বর্ধিত অংশে একটি বারান্দা এর উপর একটি দোচালা ছাদ আছে। মাঝখানে একটি খিলান দরজা বিদ্যমান। জনশ্রুতি অনুযায়ী সমাধিটি হাজী খাজা শাহবাজের।

কোড নং:ঢাবি ২৯, জোসেপ প্যাগেটের সমাধি, ওয়ারী, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে ১.৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে, রাধাকৃষ্ণ মন্দির থেকে ৬০০ মিটার পূর্বে এবং

গৌড়ীয় মঠ থেকে ২০০ মিটার উত্তর দিকে অবস্থিত।

জোসেপ প্যাগেটের সমাধি

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

কলম্বো সাহিবের সমাধির ঠিক পশ্চিমে আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত পূর্ব-পশ্চিম দিক নির্দেশনায় একটি পাকা সমাধি, এর উত্তর-দক্ষিণে পাঁচটি করে খিলান নকশা রয়েছে। পূর্ব দিকে পাথরের লিপি। লেখা আছে ইংরেজ পাদরী রেভারেন্ড জোসেফ প্যাগেট এর সমাধি, তিনি ১৭৪২ খ্রিঃ ২৬ মার্চ মৃত্যু বরণ করেন।

কোড নং:ঢাবি ০৩, খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ, লালবাগ, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে, লালবাগ থানা থেকে এক কিলোমিটার উত্তরে এবং লালবাগ দুর্গ জাদুঘর থেকে চারশত মিটার পশ্চিমে এর অবস্থান।

খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ

খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

লালবাগ কেল্লা থেকে তিনশত মিটার পশ্চিমে হাতের ডানে একটি প্রাচীর ঘেরা চত্বরের উঁচু প্লাটফরমের উপর পশ্চিমাংশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতল মসজিদটি। পূর্বদিকে দ্বিতলে উঠার সিঁড়ি। আয়তাকার ইমারতটির নিচের তলায় অনেকগুলো বিভিন্ন পরিমাপের সারিবদ্ধ কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলো খিলানের সাহায্যে নির্মিত। এটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের বাইরের দেয়াল প্যানেল নকশায়

সুশোভিত। মসজিদের গায়ে স্থাপিত শিলালিপি অনুযায়ী সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৭০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। খাঁন মোহাম্মদ মৃধা এটি নির্মাণ করেন।

কোড নং:ঢাবি ২৮, কলম্বো সাহিবের সমাধি, সূত্রাপুর, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে ১.৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে, রাধাকৃষ্ণ মন্দির থেকে ৪০০ মিটার পূর্বে এবং

গৌড়ীয় মঠ থেকে ২০০ মিটার উত্তর দিকে অবস্থিত।

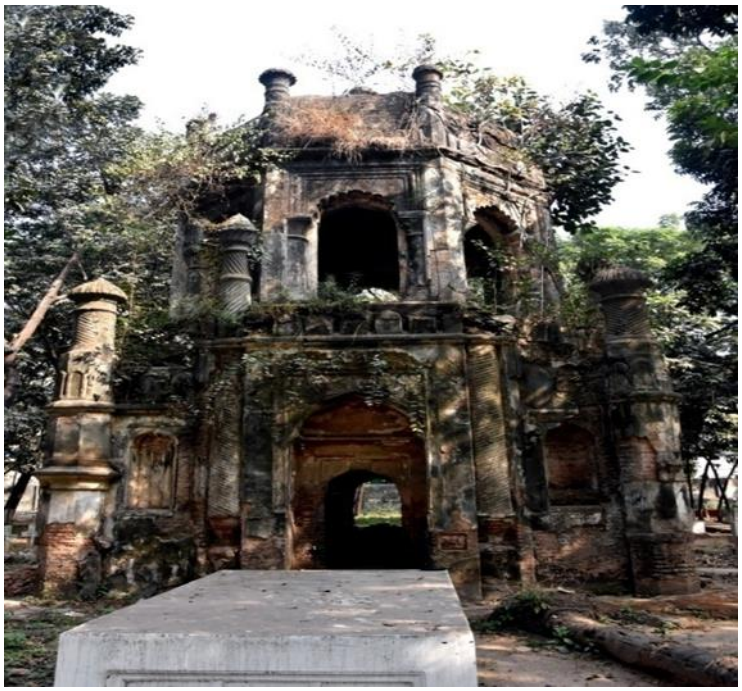

কলম্বো সাহিবের সমাধি

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

কলম্বো সাহিবের সমাধিটি বাইরের দিক থেকে দেখতে দোতলা টাওয়ারের মতো। নিচের তলা চার কোণাকার এবং উপরের তলাটি আট কোণাকার । প্রতিটি কোণায় একটি করে বুরুজ রয়েছে। ছাদ আট কোণাকার গম্বুজে ঢাকা, এর চূড়া কলস ফিনিয়েলে সুশোভিত। গম্বুজের নিচে ফ্রেস্কো রয়েছে। সমাধি সৌধে মোট আঠারটি শিলালিপি আছে। মেঝেতে পাশা পাশি পাকা মঞ্চে তিনটি কবর। এর স্থাপত্যিক শৈলীতে মোঘল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কোড নং- ঢাবি ০৭, দরবার হল ও হাম্মাম, লালবাগ দুর্গ জাদুঘর, লালবাগ, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে ৪ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে, পূর্বে শায়েস্তা খান সড়ক থেকে ২০০ মিটার পশ্চিমে এবং বিবিপরির সমাধি থেকে ৮৯.৮০ মিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত।

দরবার হল ও হাম্মাম, লালবাগ দুর্গ জাদুঘর

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

দুর্গের ভেতরে পুকুরের পশ্চিম পাশে এবং বিবিপরির সমাধির পূর্ব পাশে আয়তাকারে নির্মিত দরবার হল ও হাম্মাম ভবনটির অবস্থান। ভবনের নিচ তলায় তিনটি কক্ষ যার অনুরূপ তিনটি কক্ষ উপর তলায় আছে। নিচতলার পশ্চিমে হাম্মাম। নির্মাণ উপাদান ইট, চুন ও সুরকি। দোতলায় প্রবেশের জন্য উত্তর দক্ষিণে দু'টি সিড়ি রয়েছে। ইমারতটি মোগল গঠন শৈলী সমৃদ্ধ তবে এর ছাদটি বাংলা দো'চালা ধাঁচে নির্মিত। মাঝখানের কক্ষে একটি ফোয়ারা রয়েছে। দেয়াল শোভিত। পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশ পথ। এ ভবনটিকে জাদুঘরে রুপান্তারিত করা হয়েছে। এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে মোগল নিদর্শনাদি।

কোড নং- ঢাবি ০৬, লালবাগ দুর্গ মসজিদ, লালবাগ, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে ৪ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে, লালবাগ শাহী মসজিদের দুইশত মিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং বিবিপরির সমাধি থেকে ৫৭.২৫ মিটার পশ্চিমে অবস্থিত।

লালবাগ দুর্গ মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

লালবাগ দুর্গের পশ্চিম প্রান্তে মাঝামাঝি অংশে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির অবস্থান। পূর্ব দিকে তিনটি খিলান দরজা। প্রতিটি খিলানের উপর আধাগম্বুজের ছাউনি। মাঝের খিলান দরজাটি বড়। মসজিদের উত্তর ও পশ্চিমে দুটি খিলান খিড়কি। প্রতিটি গম্বুজের তলে গোলাকার ফ্লেসকো অলংকারিক রয়েছে। নির্মাণ উপাদান ইট, চুন ও সুরকি। মাঝের গম্বুজটি পাশের দু'টি গম্বুজ থেকে বড়। আটকোণাকার ড্রামের উপর গম্বুজগুলো স্থাপিত। গম্বুজের চূড়া স্থুল। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে আছে তিনটি মিহরাব। এছাড়া চারকোণে আটকোণাকার চারটি টারেট যেগুলো উপরে গিয়ে ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে। প্রবেশ পথের উপরে ও পাশে আয়তাকার প্যানেল নকশা বিদ্যমান। মসজিদের নির্মাতা শাহজাদা আযম ১৬৭৮-৭৯ খ্রিঃ।

কোড নং- ঢাবি ০৮, বিবি পরির সমাধি সৌধ, লালবাগ, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে ৪ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে, লালবাগ শাহী মসজিদের ১৫০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং লালবাগ কেল্লা মসজিদ থেকে ৫০ মিটার পূর্বে অবস্থিত।

বিবি পরির সমাধি সৌধ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

বিবিপরি ছিলেন শায়েস্তা খান এর কন্য। ১৬৮৪ খ্রিঃ তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর শায়েস্তা খান এ সমাধি সৌধটি নির্মাণ করেন। লালবাগ দুর্গের ভেতরে মসজিদ ও হাম্মামের মাঝমাঝি স্থানে সমাধি সৌধটির অবস্থান। তাজ মহলের বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। ইমারতটি একটি উঁচু পাথরের বাঁধানো মঞ্চের উপর স্থাপিত। ছাদের উপরে মাঝখানে তামার পাতে মোড়ানো একটি অলংকারিক গম্বুজ। আদি গম্বুজটি সোনালী রঙে রঞ্জিত ছিল। গম্বুজের নিচে একটি আকর্ষণীয় পদ্মফুল সজ্জিত। সমাধির ভেতরে মোট নয়টি কক্ষ। কেন্দ্রীয় কক্ষে বিবিপরির সমাধি। সমাধি কক্ষের চারদিকে চারটি দরজা। দক্ষিণ-পূর্বের বর্গাকার কক্ষে আরও একটি মারবেল পাথরের সমাধি (সামশাদ বানু) রয়েছে। শ্বেত পাথরের তৈরি সমাধিতে লতা পাতা ফুলের অলংকারিক। বিবিপরির সমাধি সৌধটির নির্মাণ কৌশল বাংলাদেশে মোগল স্থাপত্য শিল্পের অদ্বিতীয় বৈচিত্র্যময়।

কোড নং- ঢাবি ০৫, লালবাগ দুর্গ দক্ষিণ তোরণ, লালবাগ, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে ৪ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে, লালবাগ শাহী মসজিদের ২ মিটার উত্তরে এবং দরবার হল ও হাম্মাম খেকে ১০০ মিটার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত।

লালবাগ দুর্গ দক্ষিণ তোরণ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ ফটকটি সবচেয়ে দৃষ্টি নন্দন স্থাপনা। এটি ত্রিতল বিশিষ্ট। পাথরের খিলানাকৃতির তোরণটির ভেতরের অংশ চারকোণাকার। এর ছাদে দু'দিকে দুটি আটকোণাকার মিনার যা উপরে গিয়ে কিউপলা সৃষ্টি করেছে। তোরণের দু'দিকে দু'টি প্রহরী কক্ষ এবং পূর্ব পশ্চিমে দ্বিতলে উঠার সিঁড়ি। ভেতরের ছাদ গম্বুজ আকৃতির। দক্ষিণ দিকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য দুটি ছোট বারান্দা। বারান্দার উপরের অংশ অর্ধ গম্বুজাকৃতির। দেয়ালে প্যানেল নকশা।

কোড নং- ঢাবি ০৪, লালবাগ দুর্গ, লালবাগ, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে ৪ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে, লালবাগ শাহী মসজিদের উত্তর পাশে ২ মিটার দুরত্ব থেকে শুরু, ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে ৫০০ মিটার দক্ষিণে এবং খাঁন মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ থেকে ৩০০ মিটার পূর্বে অবস্থিত।

লালবাগ দুর্গ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

পুরাতন ঢাকার লালবাগ এলাকায় এ প্রাসাদ দুর্গের অবস্থান। ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে দুটি পৃথক পৃথক সময়ে এর নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়েছিল। সময়কাল শেষ মোগল যুগ। ১৬৭৮ খ্রিঃ সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা আজম দুর্গের নির্মাণ কাজের সুচনা করেন। তখন এ দুর্গের নাম দেয়া হয়েছিল কেল্লা আওরঙ্গাবাদ। পরবর্তীতে ১৬৭৯ সালে সুবেদার নবাব শায়েস্তা খানের উপর নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পড়েছিল। তিনিও কেল্লার কাজ শেষ করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত দুর্গের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ অসমাপ্তই রয়ে যায়। এ দুর্গের ভেতরে বিভিন্ন ধরণের স্থাপনা রয়েছে। দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্বতন্ত্র অবকাঠামোর প্রধান তোরণ। এর বাইরের দিকে দ্বিতল এবং ভেতর দিকে ত্রিতল। উত্তর বাহুর পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের দু'টি তোরণ। দুর্গের মাঝ বরাবর একই রেখায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। পশ্চিম দিকে তিন গম্বুজ মসজিদ, মাঝে বিবিপরির সমাধি সৌধ এবং পূর্বে দরবার হল ও হাম্মাম। সর্ব পূর্বে রয়েছে চর্তুভূজাকার একটি পুকুর। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার এবং পরবর্তীতে নির্মিত সিপাহী ব্যারাক। দুর্গের নির্মাণ উপাদান ইট, চুন, সুরকি। দুর্গের সকল স্থাপনার গঠন কৌশল মোগল ঐতিহ্য বহন করছে।

কোড নং- ঢাবি ২১, মুসা খাঁ মসজিদ, রমনা, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে ৪ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে, কার্জন হল থেকে ২০ মিটার দক্ষিণে, এবং হাজী খাজা শাহবাজ মসজিদ/সমাধি থেকে ৫০০ মি. দক্ষিণে অবস্থিত।

মুসা খাঁ মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

এ নিদর্শনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল চত্বরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। আয়তাকার দ্বিতল মসজিদটি একটি মঞ্চের উপর স্থাপিত। এর নিচ তলায় কয়েকটি কক্ষ এবং পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানাকৃতির দরজা রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে যথা নিয়মে তিনটি মিহরাব এবং পূর্ব দিকে একটি খোলা বারান্দা আছে। মসজিদের উপরে উঠার সিড়ির দক্ষিণ দিকে ইমারতটির ছাদ সমতল। এর উপরে আটকোণাকার ড্রামের উপর তিনটি গম্বুজ স্থাপিত যার শীর্ষে পদ্মফুলের নক্সা এবং ফিনিয়েল ব্যবহার হয়েছে। গঠন কৌশলে পাতলা ছোট ইট ও চুন সুরকি মসলা ব্যবহার হয়েছে। মুসাখান ছিলেন বার ভূঁইয়াদের দল নেতা ঈসা খার পুত্র। আহমেদ হাসান দানীর মতে আঠারো শতকে মুসা খানের পুত্র মনোয়ার খান এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

কোড নং- ঢাবি ২২, নিমতলী দেউড়ী, রমনা, ঢাকা

অবস্থান

নিমতলী সড়কের উত্তরে এশিয়াটিক সোসাইটি অফিস কমপ্লেক্স। জেলা সদর থেকে ০৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, চানখারপুল মোড় থেকে ৬০০ মিটার উত্তর-পূর্বে এবং হাজী খাজা শাহবাজ মসজিদ সমাধি থেকে ৬০০ মিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

নিমতলী দেউড়ী

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

পুরাতন ঢাকার নিমতলিতে এটি অবস্থিত। আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত । ইমারতটি মূলতঃ বহু কক্ষ বিশিষ্ট একটি ত্রিতল তোরণ বা ফটক। নায়েব নাজিম জেসারত খাঁর আবাসিক ভবন হিসেবেও পরিচিত নিমতলি কুঠি বা প্রাসাদে প্রবেশের জন্য এর পশ্চিম দিকে তোরণটি নির্মিত হয়েছিল। এর নির্মাণকাল আনুমানিক সতেরশ ছেষট্টি। বর্তমানে এটি এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যালয়ের অংশ।

কোড নং- ঢাবি ১৭, নর্থ ব্রুক হল, ফরাসগঞ্জ, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, রুপলাল হাউজ থেকে দুইশত মিটার পশ্চিমে এবং জুবলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে একশত মিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

নর্থ ব্রুক হল

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে ফরাশগঞ্জ এলাকায় মাঝারী আকারের উত্তর মুখী দৃষ্টি নন্দন ইমারতটির অবস্থান। উত্তর দিকে প্রবেশ তোরণ এবং ভেতরে রয়েছে একটি চারকোণা হল ঘর। এর দক্ষিণে রয়েছে ছোট আকারের আরও কয়েকটি কক্ষ এবং ছাউনি ঢাকা বারান্দা। বৃটিশ সরকারের রাজ প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুকের নাম অনুসারে এটি নর্থব্রুক হল নামকরণ হয়েছে। উনিশ শতকের শুরুতে লর্ড নর্থব্রুক এটি নির্মাণ করেন। ইমারতের রং লাল হওয়ায় এটি স্থানীয় ভাবে লাল কুঠি নামে পরিচিত। স্থাপত্য শৈলীতে মোগল ও ইউরোপিয় রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। এটি আনুমানিক ১৮৭২-৭৬ সালে নির্মিত।

কোড নং- ঢাবি ২৭, রাধা কৃষ্ণ মন্দির, ওয়ারী (সূত্রাপুর), ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে এক ১ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, রথখোলা মোড় থেকে ৮০০ মিটার পূর্বে অবস্থিত।

রাধা কৃষ্ণ মন্দির

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

টিপু সুলতান রোডে বর্তমানে গ্রাজুয়েট হাই স্কুল ও সলিমুল্লাহ ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন একতলা রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের অবস্থান। ১ মিটার উঁচু মঞ্চের উপর স্থাপিত খিলানগুলো বহু খাঁজ বিশিষ্ট। এটি দক্ষিণ মুখী মন্দিরের সামনে তিনটি খিলানাকৃতির প্রবেশ পথ। দু'পাশে সমসাময়িক আবাসিক ভবন। মাঝখানে চারটি স্তম্ভ। প্যারাপেটের নিচে জ্যামাতিক নকশা। সামনের ছাদের উপর অলংকারিক মুকুট। সিঁড়িগুলো প্রশস্ত। সিঁড়ি ও মেঝে মার্বেল পাথরের বাঁধানো। চুন, সুরকি ও ইটের তৈরি। সময়কাল উনিশ শতক।

কোড নং- ঢাবি ৩০, রোজ গার্ডেন, সুত্রাপুর, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে ৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, কলম্বো সাহিব এর সমাধি থেকে ২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এবং সায়দাবাদ বাস টার্মিনাল থেকে ১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

রোজ গার্ডেন

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

বর্তমানে এর নাম রোজ গার্ডেন হলেও পূর্বে স্থাপনাটিকে বিভিন্ন নামে ডাকা হত। যেমন বেঙ্গল ষ্টুডিও, রশিদ মঞ্জিল, হুমায়ুন সাহেবের বাড়ি ইত্যাদি। অট্টালিকাটি নির্মাণ করেছিলেন ঋষিকেশ দাস। পশ্চিমমুখী ক্রসাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। এটি দ্বিতল এবং উভয় তলায় ১৩ টি করে বিভিন্ন আকৃতির কক্ষ রয়েছে। প্রথম তলায় প্রবেশের জন্য ৭ ধাপ সিঁড়ি অর্ধ খিলান দরজা। উপরতলায় তিনটি পেডিমেন্ট। টিমপেনাম গুলো লতা পাতার নকশা ও রঙীন কাঁচ দিয়ে শোভিত। ৫টি ব্যালকনি উপর তলায়। এর ছাদ একটি অর্ধগোলাকার গম্বুজে ঢাকা। সম্মুখে ৬টি কোরিনথিয় পিলার দেখা যায়। এর নাম ফলকে নির্মাণকাল ১৯৩৬ সালের উল্লেখ আছে।

কোড নং- ঢাবি ১৮, রুপলাল হাউজ, ফরাসগঞ্জ, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে দুই কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, নর্থব্রুক হল থেকে একশত মিটার পশ্চিমে এবং ঢাকা অরফানেজ সোসাইটি/হিন্দু আনন্দ আশ্রম থেকে দক্ষিণে অবস্থিত।

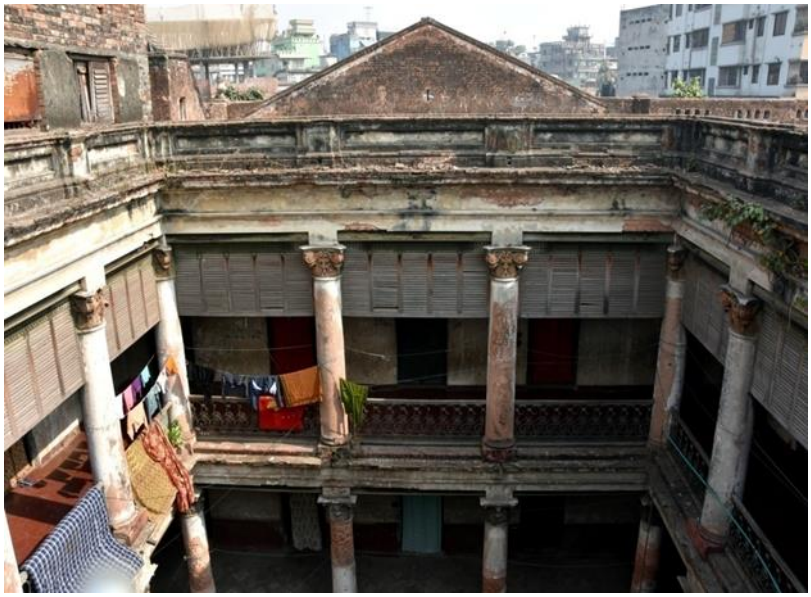

রুপলাল হাউজ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

রূপলাল হাউস নামে উত্তর মুখী ভবনটি ১১ নং ফরাশগঞ্জে অবস্থিত। এর ভূমি পরিকল্পনা ইংরেজী "উ" আকারের মত। দ্বিতল ইমারতটি দুইভাগে বিভক্ত এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। পশ্চিম প্রান্ত কিছুটা উদ্গাত। এ অংশের বাইরের উত্তর দিকে একটি বারান্দা ও ছয়টি করিন্থিয়ান স্তম্ভের সারি আছে। ইট, চুন, সুরকির তৈরি এ ভবনের দরজা জানালাগুলোতে কাঠের ভেনেসীয়ান গ্রীল ব্যবহৃত হয়েছে। সিঁড়িতে অলংকরণ করা লোহা ও খিলানে রঙ্গিণ কাঁচ ব্যবহৃত হয়েছে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী রূপলাল দাস তাঁর বসবাসের জন্য ভবনটির পশ্চিম অংশ তৈরি করেন এবং তাঁর ছোট ভাই রঘুনাথ দাস পূর্ব দিকে ভবনটি সম্প্রসারিত করেন।

কোড নং- ঢাবি ২৩, সূত্রাপুর জমিদার বাড়ি, সূত্রাপুর, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে ২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, বিউটি বোর্ডিং থেকে ১ কিলোমিটার পূর্বে এবং সূত্রাপুর থানা থেকে ৪০০ মিটার উত্তরে অবস্থিত।

সূত্রাপুর জমিদার বাড়ি

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

পশ্চিম মুখী ইমারতটি সূত্রাপুরের রেবতী মোহ দাস লেনে অবস্থিত। এটি দ্বিতল বিশিষ্ট; দু'টি স্থাপত্যের যৌথ সমন্বয়ে নির্মিত প্রায় এক একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইমারতের সম্মুখের প্রাসাদে করিনথিয়ান স্তম্ভ এবং বারান্দা। ভেতরে বিভিন্ন আকৃতির ৩৫ টি কক্ষ ও বর্গাকৃতির একটি উন্মুক্ত অঙ্গণের তিন দিকে ইমারতের সারি এবং প্যারাপেটের আকর্ষণীয় কারুকার্যে সুশোভিত করা হয়েছে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রেবতী মোহন দাস নামে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ভবনটি নির্মাণ করেন।

কোড নং- ঢাবি ০১, সাত মসজিদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

অবস্থান

জেলা সদর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, মোহাম্মদপুর বাস ষ্ট্যান্ড থেকে ৬০০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং অজানা সমাধি থেকে ২০০ মিটার পশ্চিমে অবস্থিত ।

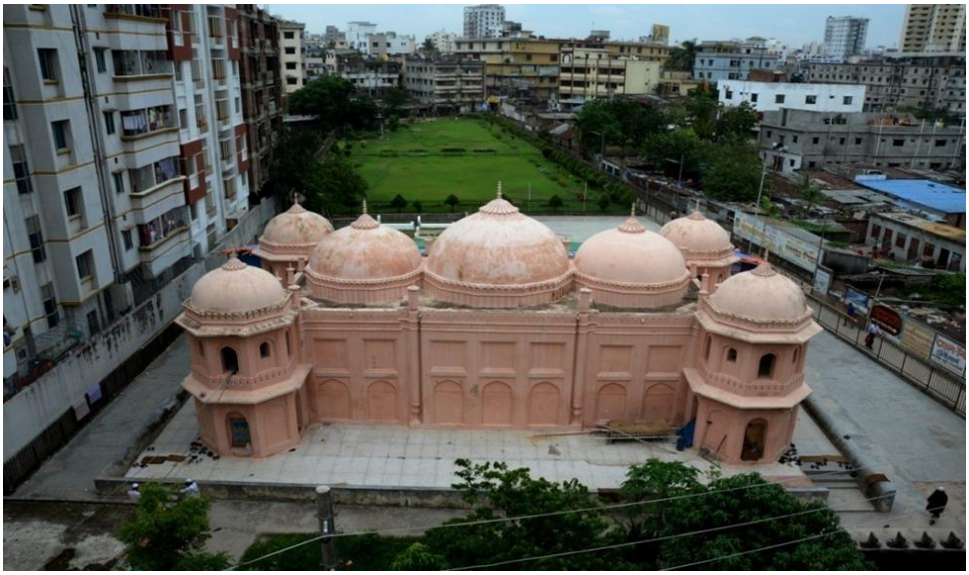

সাত মসজিদ

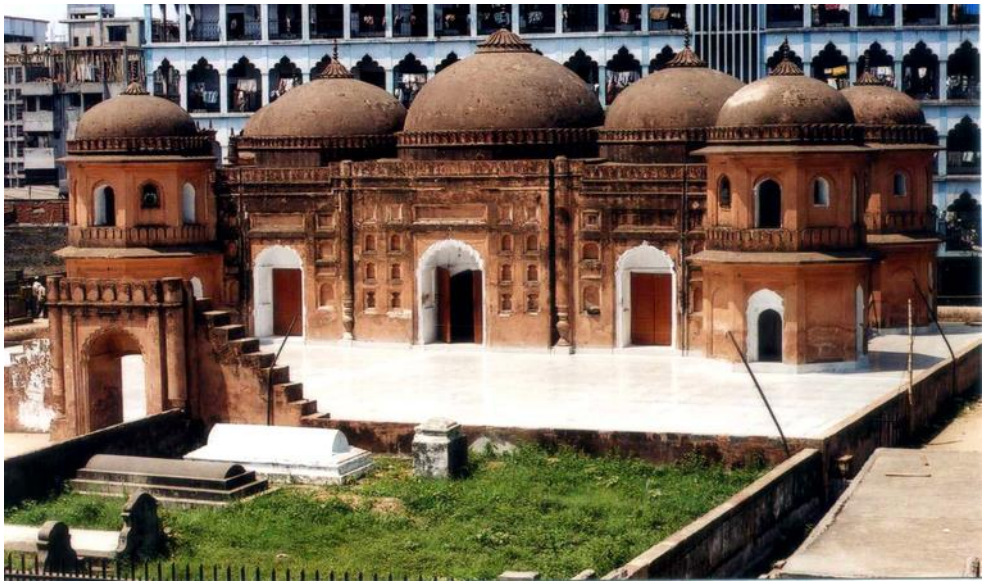

সাত মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ

মোহাম্মদপুরের রিং রোড সংযোগ সড়কের পশ্চিম পাশে পুরাকীর্তিটির অবস্থান। উত্তর দক্ষিণে লম্বা মসজিদের পূর্ব দেয়ালে তিনটি খাঁজকাটা খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব। মাঝের মিহরাবটি বড়। ছাদে তিনটি মনোরম গম্বুজ এবং চারকোণে সমান আকারের চারটি গম্বুজ রয়েছে, তাই এটি সাত গম্বুজ মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদের সামনে খোলা চত্বর, পূর্ব দিকে একটি পরবর্তী সময়ের তোরণ এবং এর পরেই সুপ্রশস্ত বাগান। নির্মাণ উপাদান ইট, চুন ও সুরকি। এর গঠন প্রণালী ও স্থাপত্যিক শৈলী শায়েস্তা খান ধাঁচের। মসজিদটি সতের শতকের দিকে নির্মিত। পূর্বে এর পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদী বয়ে যেত।

পরিচিতি নং : ঢাবি ৩৪, রাজা হরিশ চন্দ্রের বুরুজ

অবস্থান :

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার সাভার বাজার সংলগ্ন বাস স্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক ৩০০ মিটার দক্ষিণে ঢাকা -মানিকগঞ্জ মহাসড়কের পাশে অবস্থিত।

রাজা হরিশ চন্দ্রের বুরুজ

বিবরণ:

রাজা হরিশচন্দ্রের বুরুজ হিসেবে পরিচিত ইটের নির্মিত কাঠামোটি খুব সম্ভবত একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় স্তুপ ছিল।

পরিচিতি নং : ঢাবি ৩৫, রাজাসন ঢিবি

অবস্থান :

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার সাভার বাজার সংলগ্ন বাস স্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক ৩০০ মিটার পূর্বে মজিদপুর গ্রামে রাজা হরিশ চন্দ্রের প্রাসাদের নিকটে রাজাসন ঢিবি অবস্থিত।

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

রাজ বাড়ির পূর্বদিকে ছিল রাজাসন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতŔতত্তi বিভাগ কর্তৃক খনন কার্য পরিচালনার ফলে এখানে অনেক ইমারতের সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন নদীর দক্ষিণ দিকে রাজাসন গ্রাম অবস্থিত ছিল এবং প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ ঢিবিগুলিতে কৃষকেরা চাষবাসের কাজ করতেন। এই অঞ্চলে পাথরের অস্তিত্ব না থাকায় খুব সম্ভব লিনটেল এবং স্তম্ভগুলিতে পোড়ামাটির উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছিল।খননের ফলে পোড়ামাটির ফলকে নির্মিত আরও অনেক বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এ স্থান সম্পর্কে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন যে, এখানকার মূর্তি পাদমূলে উৎকীর্ণ লিপি, গুপ্তোত্তর কালের মুদ্রা এবং পাথরের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে, এখানকার ধ্বংসাশেষগুলি সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর। অন্যত্র তিনি আবার বলেন যে প্রায় ১২০০ বছর আগে এখানে একটি নগরী ছিল।